ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 181 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৩৭ ● কলকাতা ● ২৯ অগ্রহায়ন, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভিআইপি কালচার চলবে না...,' জনসাধারণের স্বার্থে গঙ্গাসাগর নিয়ে বৈঠকে স্পষ্ট বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভিআইপিদের জন্য সাধারণ মানুষের অসুবিধা হবে, এমন কোনও কাজ করা যাবে না, সোমবার গঙ্গাসাগর মেলা ঘিরে প্রস্তুতি বৈঠকে স্পষ্ট ও কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । একইসঙ্গে রাজ্য পুলিশের ডিজিকে নিরাপত্তার দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য, ৪৮ জনকে আজ সিভিক ভলান্টিয়ারের নিয়োগপত্র দেওয়া হল। মূলত পুলিশ যে সব কমিউনিটি ফুটবল ম্যাচ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করেন, তাতে বিজয়ী এবং রানার্স যাঁরা, তাঁদেরকে বাছাই করে এই নিয়োগ দেওয়া হল। নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রী ৫ জনের হাতে নিয়োগ পত্র তুলে দেন। পরে স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে বাকিদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়।ভিড় নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, ১২ জানুয়ারি থেকেই বিভিন্ন মন্ত্রী গঙ্গাসাগরে পৌঁছে

এরপর ৫ পাতায়

পর্ব 144

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

পরে গুরুদেব তো রাস্তা তৈরী করে আগে যেতে লাগলেন। অনেক ছোট ছোট গাছ ছিল, পাথর ছিল কিন্তু তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। তিনি আমার জন্য রাস্তা করে এগিয়ে চলছিলেন, আমি ওনার পেছনে। মনে ভয়ও হচ্ছিল এখানে কোন জানোয়ার আসলে দেখাও যাবে না। তাঁর পিছনে যাওয়াতে আমার বাধ্যতা ছিল কারণ বাইরে তো আমি ফিরে যেতেই পারতাম না। **ক্রমশঃ**

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

২০০২ সালে যাঁদের নাম নেই, তাঁদেরও আর ভয় নেই

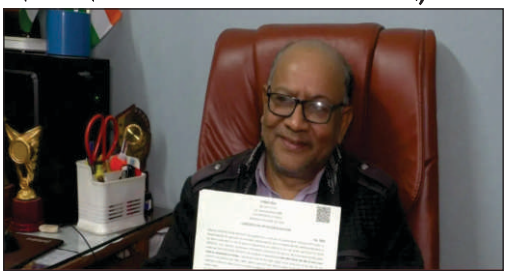

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর আবহে সব থেকে বেশি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েন মতুয়ারা। তাঁদের আশ্বস্ত করেছেন মতুয়া মহাসঙ্ঘের সভাধিপতি শান্তনু ঠাকুর। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, নাগরিকত্বের আবেদন করলেই সেই ডকেট নাম্বার দিয়ে ভোটার লিস্টে নাম তুলে দেওয়া যাবে। আর সে কারণে ঠাকুরনগরে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এসে নাগরিকত্বের আবেদন করেন।প্রসঙ্গত, নাগরিকত্ব সংশোধন আইনে স্পষ্টতই বলা রয়েছে, সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাঁরা ভারতে এসেছেন তাঁরা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন। কারা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন সে বিষয়েও সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা আছে। অর্থাৎ সেই জাতিগত শর্ত যদি মানা হয় তাহলেই তাঁরা নাগরিকত্ব পাবেন। স্বাভাবিকভাবেই সেই বিষয়গুলি যতক্ষণ না যাচাই হচ্ছে, যতদিন তাঁদের আবেদন বিচারাধীন থাকছে ততদিন তাঁরা ভারতের নাগরিক হিসাবে কখনও গণ্য হচ্ছে না।সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পর তড়িঘড়ি সার্টিফিকেট আসতে শুরু করেছে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে রাতারাতি হাজার হাজার মানুষের মোবাইলে মেসেজ এসে সার্টিফিকেট আসার। এরমধ্যে অনেকের ২০০২ সালে নাম নেই, তাঁরা আর ভয় পাচ্ছেন না। সার্টিফিকেট পাওয়া এক প্রৌঢ়া দুলালী মণ্ডল বললেন, "হাতে পাচ্ছিলাম না বলে একটু দুশ্চিন্তায় ছিলাম।

এখন হিয়ারিংয়ে ডাকলে তো আর কোনও সমস্যা নেই। এটা দেখিয়ে দিলেই ভোটার লিস্টে নাম উঠে যাবে।" তাঁরই স্বামী মানিক কুমার মণ্ডল বলেন, "এখানে আমার বাবা-মায়ের নাম ছিল। আমি সেটা দেখিয়েই আবেদন করেছি। বিএলও আমাকে বলেছেন, হয়তো আমার হিয়ারিং হবে না।

তারপরও কোনও সমস্যা হবে না, কারণ এখন সার্টিফিকেটটাও রয়েছে। তবে আমার স্ত্রীর ২০০২ সালে নাম ছিল না। এখন ওর সার্টিফিকেট রয়েছে।" মতুয়া মহাসঙ্ঘের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মহিতোশ বৈদ্য বলেন, "এটা সত্যিই, যাঁরা আবেদন করেছিলেন, গত পরশু রাতে তাঁদের অনেকেই কাছে মেসেজ এসেছে। আমরা জেনেছি, সাড়ে তিন হাজার ফাইল আধিকারিকরা ছেড়ে দিয়েছেন, যাঁরা নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেছি।

এখনও ১০ শতাংশ পাননি। সেক্ষেত্রে তো সংশয় রয়েছে। কেন্দ্র সরকার এই সার্টিফিকেট যাতে তাড়াতাড়ি ছাড়ে, সেটারই আবেদন রয়েছে। " বরং স্বস্তিই পাচ্ছেন কারণ তাঁদের কাছে নাগরিকত্বের কার্ড রয়েছে।

কেউ আবার আনন্দের সাথে একটু কষ্ট পাচ্ছেন। বাংলাদেশের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু নাগরিকত্বের আবেদন করেছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। এত স্বল্প সময়ে এই লক্ষ লক্ষ মানুষের নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট পৌঁছে দেওয়া সম্ভব কিনা তা নিয়ে একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

মাটি খুঁড়তেই বেরল কয়েকশো রাউন্ড কার্তুজ, চাঞ্চল্য শালবনিতে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মেদিনীপুর: একটা সময় মাওবাদীদের গড় হিসাবেই পরিচিত ছিল পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি ! যদিও রাজ্যে পালাবদলের পর জেলায় আমূল বদল এসেছে। কিন্তু সেখানেই আজ সোমবার কয়েকশো রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। জানা যায়, প্যাকেটে জড়ানো অবস্থায় ওই কার্তুজগুলি রাখা ছিল।অন্যদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তৃণমূল যুব নেতা সন্দীপ সিংহের দাবি, মাওবাদী আমলে ওই এলাকায় সিপিএমের হামার্দ ক্যাম্প ছিল। পরিবর্তনের পর নজর এড়াতেই মাটিতে কার্তুজগুলি লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। মাটি খুঁড়তেই সেই সমস্ত প্রকাশ্যে চলে আসছে বলে মন্তব্য তৃণমূল নেতার।ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছান জেলা পুলিশের আধিকারিকরা। কীভাবে এত কার্তুজ সেখানে এল তা এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শালবনির জামারিয়া মৌজার আসনাগুলি এলাকায়। মূলত আদিবাসী মানুষের বসবাস সেখানে। অন্যান্য দিনের মতোই এদিন ইঁদুর ধরতে মাটি কাটছিলেন স্থানীয় মানুষজন। সেই সময় প্যাকেট জড়ানো অবস্থায় বেশ কিছু দেখতে পান। প্রথমে সেগুলি কার্তুজ বুঝতে না পারলেও, প্যাকেট খুলতেই স্পষ্ট হয় সেগুলি কার্তুজ। যা দেখে রীতিমতো হতভম্ব হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজন। খবর পেয়েই ছুটে আসে পুলিশ। উদ্ধার করা হয় প্যাকেটে জড়ানো কার্তুজগুলি। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন প্রায় ৬০০ রাউন্ডের বেশি কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। আর কোনও কার্তুজ লুকানো অবস্থায় রয়েছে কিনা তাও পুলিশের তরফে খতিয়ে দেখা বলে জানা যাচ্ছে।

রাস মেলা উপলক্ষে মুক্তকণ্ঠ-র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা থানার অন্তর্গত ফতেপুরে নবপর্যায়ের রাস মেলা ২১ বছরে পদার্পণ করলো। মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মেলার প্রবেশপথে সুউচ্চ গিরিগোবর্ধন মূর্তি দর্শনার্থীদের বিশেষ মন কাড়ে। গতকাল সন্ধ্যায় নরনারায়ণ সেবায় কয়েক হাজার মানুষ অংশগ্রহণ

করেন। আজ যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতাও বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এর আগে সংস্কৃতিক মঞ্চে 'মুক্তকণ্ঠ' পরিচালিত চণ্ডীশঙ্কর কলা ক্ষেত্রম-এর প্রশিক্ষক গুরু থাঙ্কুমনি কুট্টির

এরপর ৬ পাতায়

জঙ্গলমহলকে নিয়ে শাহের দরবারে শমীক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

স্বাধীনতা দিবসের দিন লালকেল্লা থেকে সরব হয়েছিলেন মোদী। বলেছিলেন, দেশের সীমান্তবর্তী এলাকার জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে। রাজ্যের ভোটার তালিকার নিবিড় পরিমার্জনের পূর্বে এই 'ডেমোগ্রাফি বদল' নিয়ে সরব হয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। তাঁর অভিযোগ, গত ১১ বছরে রাজ্যে সীমান্তবর্তী জেলাগুলির জনবিন্যাস ৯০ শতাংশ বদলে গিয়েছে।তবে এবার সেই বার্তায় খানিক বদল বা বলা চলে আরও তথ্যের বাহার এনেছে তাঁরা। ঝাড়খণ্ড এবং ওই রাজ্য লাগোয়া বাংলার জেলাগুলি বিশেষ করে, জঙ্গলমহল এলাকা, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রামেও জনবিন্যাসের বদল ঘটছে বলে অভিযোগ শমীকের। বলে রাখা প্রয়োজন, জঙ্গলমহল ও ঝাড়গ্রাম সংলগ্ন এলাকায় তৃণমূল-বিজেপির হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। রাজ্যের শাসক শিবির তুলনামূলক এগিয়ে থাকলেও মোটমুটি ভাবে ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় লোকসভার প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে একেবারে শাসকশিবিরের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছে বিজেপি। অবশ্য ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গলমহলের সিংহভাগ আসন পেয়েছিল বিজেপি। একমাত্র ঘাটাল ছিল তৃণমূলের। কিন্তু ২০২৪-এ তৃণমূলের কাছে ধাক্কা খেয়েছে পদ্ম শিবির। তাই কি জনবিন্যাসে নজর?এবার সেই 'জনবিন্যাস বদল' বদল ইস্যুতে শাহের দরবারে পৌঁছলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। দিল্লিতে গিয়েছেন বিজেপি সাংসদ। সেখানেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। এই বৈঠকে শমীকের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন ঝাড়খণ্ডের বিজেপি সাংসদ দীপক প্রকাশ। কী আলোচনা হল?

সূত্রের খবর, বাংলার জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছে বলেই শাহের কাছে অভিযোগ করেছেন শমীক।

এই অভিযোগ নতুন নয়, পুরনো, বহু চর্চিত। তা হলে ভোটের আগে এই একটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে কেন নয়াদিল্লিতে ছুটতে হল তাঁকে? সঙ্গে করে আবার ঝাড়খণ্ডের সাংসদকে কেন নিয়ে গেলেন তিনি? বিজেপির অন্দরমহল মারফৎ জানা গিয়েছে, জঙ্গলমহলের রাজনীতি নিয়ে সরব গেরুয়া শিবির। এতদিন পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ কিংবা নিউটাউনের মতো এলাকাকে হাতিয়ার করে জনবিন্যাস ইস্যুতে সুর চড়িয়েছিল বিজেপি।

জ্যোতিপ্রিয়র ছায়াসঙ্গী যাচ্ছেন বিজেপিতে, দল ছাড়ছেন কাউন্সিলরও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটের আগেই ব্যারাকপুরে ধাক্কা ঘাসফুল শিবিরে। একসময়ে ছিলেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ছায়া সঙ্গী। সেই মৃণ্ময় কাশ্যপ ও তৃণমূলের উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার কাউন্সিলর শ্রাবণী কাশ্যাপী ছাড়লেন দল। যোগ দিচ্ছেন বিজেপিতে। বিজেপি সূত্রে খবর, খুব তাড়াতাড়ি তাঁদের রাজ্য অফিসেই যোগদান করানো হবে।বলছেন, যেভাবে দল দিনে দিনে দুর্নীতিতে জড়াচ্ছেন তাতে পার্টি করতে গেলেই এলাকার মানুষ চোর বলছেন। সে কারণেই তাঁরা তৃণমূল ছেড়ে অর্জুন সিংয়ের হাত ধরে বিজেপিতে যোগদান করতে চলেছেন বলে জানান। তিনি বলছেন, "বহু লোক অর্জুনদা, শুভেন্দুদার সঙ্গে যোগাযোগে রয়েছে। আর ক'টা দিন যেতে দিন তারপর দেখবেন। তৃণমূলের ভাঙন যে পর্যায়ে আসবে সেটা দেখতে পাবেন। এ তো সবে শুরু। চব্বিশের পরে মানুষ আসলে বুঝতে পারছেন তাঁরা কী ভুল করেছেন।"এই দলবদল নিয়েই এখন এলাকার রাজনৈতিক মহলে পুরোদমে চর্চা চলছে। কিন্তু কেন আচমকা এই সিদ্ধান্ত? একরাশ ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন ১৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রাবণী কাশ্যপী। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন থেকেই দলে কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছেন।

জন প্রতিনিধি হিসাবে কোনও কাজই করতে পারছেন না। দলের উপরতলাতেও বারবার জানিয়েছেন। কিন্তু কোনও ফলই হয়নি। Iতিনি বলছেন, "ওয়ার্ডে কোনও অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণও করা হয়নি।

গুরুত্বই দিত না। যেখানে গুরুত্ব নেই সেই দলে থেকে তো লাভ নেই। সেই জন্যই আমি দল ছাড়ছি।" একই কথা বলছেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর ছায়া সঙ্গী মৃণ্ময় কাশ্যপীও। তিনি আবার দলে বেড়ে চলা দুর্নীতি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন।

সম্পাদকীয়

রাজ্যসভায় শান্তনুকে বিঁধলেন মমতাবালা

ভোটের মুখে বাংলায় এসআইআরের নেপথ্যে বিজেপি ও কমিশনের আঁতাত বলেই বারবার দাবি করেছে তৃণমূল। রাজ্যসভায় এই ইস্যুতে ফুঁসে উঠলেন তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। এসআইআরে মৃত্যুকে প্রাতিষ্ঠানিক খুন বলে মন্তব্য করলেন তিনি। এদিকে নাম না করেই তৃণমূলের মমতাবালা ঠাকুর দাবি করলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুর মতুয়াদের বিপথে চালিত করছেন।এদিকে এদিন নাম না করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরকে নিশানা করেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। তিনি বলেন, "ভোটার লিস্ট পুনর্নবীকরণে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসা ছিন্নমূল উদ্বাস্তু বাঙালি। ওপার বাংলা থেকে ভারতে আসা মতুয়ারা ভারতে চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। মতুয়াদের ভুল বুঝিয়ে বিপথে পরিচালিত করছে কেন্দ্রীয় সরকার ও এক প্রতিমন্ত্রী। অসহায় মতুয়াদের ঘরছাড়া করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্র ও নির্বাচন কমিশন যৌথ ষড়যন্ত্র করছে। একবার কমিশন বলছে সংবিধানের ৩২৬ নম্বর ধারা অনুসারে ভোটার লিস্ট পুনর্নবীকরণ হচ্ছে। অর্থাৎ ১৯৫২ সালে দেশের প্রথম ভোটার তালিকা প্রকাশের সময়কে বোঝানো হচ্ছে। আবার কমিশনই বলছে যাদের ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে নাম আছে তাঁদের নাম উঠে যাবে। ফলে মানুষ বিভ্রান্ত। যাঁদের ভোটের সরকার গড়েছে, তাঁরা যদি বৈধ ভোটার না হন তাহলে সরকারও বৈধ নয়। ভোটের পর প্রধানমন্ত্রী মতুয়াদের ছুরি মারছে।" মমতাবালা ঠাকুরের বক্তব্য শেষে তৃণমূল সাংসদরা বেশ কিছু পোস্টারও তুলে ধরেন। তাঁদের দাবি, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর সেগুলি বিতরণ করেছে।কেন ছাব্বিশের নির্বাচন দোরগোড়ায় পৌঁছনোর পর এসআইআর ঘোষণা করা হল বাংলায়? কেন ২ বছর আগে বা বিধানসভা নির্বাচনের পর হল না? এই প্রশ্ন বহুবার শোনা গিয়েছে তৃণমূল নেতাদের কণ্ঠে। এসআইআরের কারণে যে মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে তাঁর দায় ঠেলা হয়েছে কেন্দ্র ও কমিশনের কাঁধে। সোমবার রাজ্যসভায় এই নিয়েই আরও একবার সরব হলেন তৃণমূল সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "কেউ আতঙ্কিত, কেউ অসুস্থ, কেউ মৃত। এনুমারেশন পর্বে ভোটার ও বিলএও সকলেই সমস্যায়। পশ্চিমবঙ্গে ৪ জন বিএলওর মৃত্যু হয়েছে। সাধারণ মানুষ আত্মহত্যা করেছেন। এগুলো প্রাতিষ্ঠানিক খুন। কেন্দ্রের শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে নির্বাচন কমিশন ২ বছরের কাজ ২ মাসে শেষ করতে গিয়ে এই পরিণাম ডেকে এনেছে। কমিশনের মতে, বিএলওরা সাধারণ মানুষের বন্ধু। কিন্তু ওরাই ভীত, সন্ত্রস্ত।" বিএলও অ্যাপ অধিকাংশ সময় কাজ করত না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। ঋতব্রতর কথায়, সমস্যা নিয়ে বিএলওরা অভিযোগ জানালেন তাঁদের বিরুদ্ধেই পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কমিশনের হঠকারী সিদ্ধান্তের সাধারণ মানুষ ও বিএলও সমস্যা, এমনই দাবি তাঁর।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(সাইত্রিশতম পর্ব)

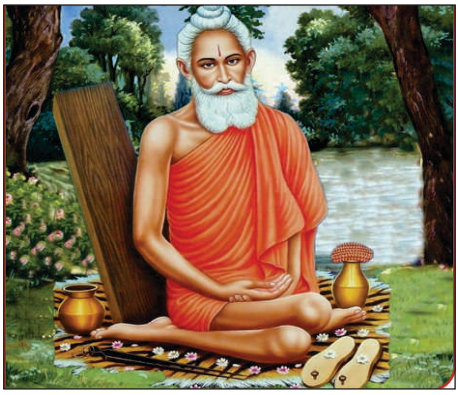

ঈশ্বরের শত্রু অর্থাৎ শয়তানের দল, তাদের সাথে চলে নিরন্তর সংগ্রাম। তেমনি সংগ্রাম করে আমাদের মধ্যে মানুষরূপে স্বয়ং ঈশ্বর বাবা লোকনাথ রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার আত্মলীনা ও অলৌকিক শক্তি উদাহরণ আমরা কিছুটা হলেও তুলে ধরলাম।। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে যান।সেদিন ছিল ১৯শে জৈষ্ঠ, রবিবার। বাবা নিজেই বললেন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

"বিজেপিতে এমন কেউ জন্মায়নি,যে আমাকে হারাবে " - ফিরহাদ হাকিম

বেবি চক্রবর্ত্তী

ফিরহাদ হাকিম চরম আত্মবিশ্বাসী। তাঁর বিধনসভা এলাকায় প্রায় ৬৪ হাজার জনের নাম বাদ যেতে চলেছে। সেই পরিস্থিতিতে তৃণমূল নেতারা যে কিছুটা শঙ্কিত - তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মেয়র কিন্তু খুবই আত্মবিশ্বাসী। রবিবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্রের একটি বিশেষ অনুষ্ঠান সেরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ফিরহাদ হুঁশিয়ারি দেন, বিজেপিতে কেউ জন্মাননি যে তাঁকে হারাতে পারবেন। ফিরহাদ বলেন, "নাম বাদ দিয়ে ওরা আমাকে হারাতে পারবে না। কলকাতা বন্দর বিধানসভা কেন্দ্রে আমাকে হারাবে, বিজেপির এমন কেউ জন্মায়নি এখনও।" নাগরিক মহল মনে করছেন, সবটা এতো সহজ নয়। এসআইআর পর্বের শুরুতে এই পোর্ট এলাকা থেকেই বিএলও-দের একাংশের তরফে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছিল, সেখানে অনেক মৃত ভোটারদের নাম জোর

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই স্থানে বলিয়া রাখা দরকার যে, কুল বা বংশ হিসাবে বজ্রযানে পাঁচটি কুলই প্রচলিত ছিল। বজ্রসত্ত্বের কোনো কুল ছিল না" (বিনয়তোষ ১৪)।

অক্ষোভ্যকুলের বর্ণ নীল, এবং দেব-দেবীরা প্রায়ই ভয়াবহ। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(১ম পাতার পর)

ভিআইপি কালচার চলবে না...,' জনসাধারণের স্বার্থে গঙ্গাসাগর নিয়ে বৈঠকে স্পষ্ট বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

যাবেন এবং সরেজমিনে পরিস্থিতি দেখবেন। বেচারাম মান্না, পুলক রায়,সুজিত বসু, ববি হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, স্নেহাশীষ চক্রবর্তী, মানস ভুইয়াকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁরা মেলা চলাকালীন গঙ্গাসাগরের বিভিন্ন জায়গায় থেকে দায়িত্ব সামলাবেন বলে জানা গেছে।

এক সূত্রের কথায়, এদিন এই গঙ্গাসাগর বৈঠক শুরু হওয়ার ঠিক আগেই মুখ্যমন্ত্রী যুবভারতী স্টেডিয়ামের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। জানা গিয়েছে, বিধাননগরের সিপি ও মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উদ্দেশেই এই তাঁর এই ক্ষোভ। ম্যানেজমেন্ট ও পুলিশের ভূমিকা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন।

এছাড়াও, মেলা নির্বিঘ্নে পরিচালনার জন্য সাড়ে তিন হাজার ভলান্টিয়ারকে প্রশিক্ষণ দিয়ে মোতায়েন করা হবে। পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য তাঁদের হাতে রিস্ট ব্যান্ড এবং পরিচয়পত্র দেওয়া হবে, যাতে প্রয়োজনের সময় দ্রুত শনাক্ত করা যায়।

আগামী বছরের গঙ্গাসাগর মেলা যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সে দিকেই এবার আগাম কড়া নজর রাজ্য সরকারের। সেই লক্ষ্যেই সোমবার নবান্নে উচ্চ পর্যায়ের প্রস্তুতি বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । নতুন বছরের ১০ থেকে ১৬ জানুয়ারি পর্যন্ত সাগরদ্বীপে বসবে গঙ্গাসাগর মেলার আসর। এ বছর ১৪ জানুয়ারি গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নানের দিন।

পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা, যাতায়াত, স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে শুরু করে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা—এদিনের প্রশাসনিক বৈঠকে সব দিক খতিয়ে দেখা হয় ,। জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে অনুষ্ঠিত এই ধর্মীয় মেলায় দেশ-বিদেশ থেকে লক্ষাধিক পুণ্যার্থী ভিড় জমান। ফলে রাজ্য সরকারের কাছে গঙ্গাসাগর মেলার আয়োজন বরাবরের মতোই এক বড় প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরে উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে আয়োজিত কুম্ভমেলায় পদপিষ্ট হয়ে ৩০ জন পুণ্যার্থীর মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনায় দেশজুড়ে বিতর্ক ছড়ায়। কুম্ভমেলার আয়োজন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল বিজেপিবিরোধী দলগুলি। সেই সময়েই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কটাক্ষ করে মহাকুম্ভকে 'মৃত্যুকুম্ভ' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। এবার সুষ্ঠু ও নিরাপদ ভাবে এক বিশাল ধর্মীয় মেলা আয়োজনের দায়িত্ব তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকারের কাঁধেই।

মঙ্গলবার প্রকাশিত খসরা ভোটার তালিকায় - কিভাবে বাড়ি বসেই দেখবেন আপনার নাম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

SIR নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কের পরে এবার দ্বিতীয় পর্ব। মঙ্গলবার প্রকাশ পেতে চলেছে নতুন খসরা ভোটার তালিকা। কিভাবে আপনার নাম আপনি খুঁজবেন? জানালেন নির্বাচন কমিশন।

* কোন কোন ওয়েবসাইটে দেখা যাবে নাম?

eci.gov.in বা ceowestbengal.wb.gov.in ওয়েবসাইটে যেতে পারেন। এই দুই ওয়েবসাইটেই খসড়া ভোটার তালিকা দেখতে পাবেন।

এই দুই সাইটে গিয়ে আপনি নিজের নাম বা এপিক নম্বর দিয়ে সার্চ করুন। তাহলেই দেখতে পারবেন আপনার নাম রয়েছে কি না। এটাই হল সহজ পদ্ধতি।

* অ্যাপেও দেখা যাবে নাম

আপনি চাইলে নির্বাচন কমিশনের অ্যাপ অর্থাৎ ইসিআই নেট অ্যাপটিও মোবাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। এই অ্যাপের মাধ্যমেও একই নিয়মে নাম খুঁজে নিন। তাহলেই সবটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এছাড়াও -

১) আপনি নিশ্চয়ই বিএলও-এর কাছেই ফর্মটা জমা দিয়েছেন। সেই বিএলও-এর সঙ্গেই এখন যোগাযোগ করুন। তাদের কাছে খসড়া ভোটার তালিকা দিয়ে রেখেছে কমিশন। তিনিই আপনাকে লিস্ট দেখে বলে দিতে পারবেন।

২) আপনার এলাকার রাজনৈতিক দলের কর্মীরা বিএলও হিসেবে কাজ করেছেন। তাদের কাছেও থাকবে খসড়া ভোটার লিস্ট। আপনি তাদের কাছ থেকেও লিস্ট দেখে নিতে পারবেন।

৩) কমিশনের সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছেই বুথ লেভেলের লিস্ট পাঠাবে। আপনি সেখান থেকেও নাম খুঁজে নিতে পারেন।

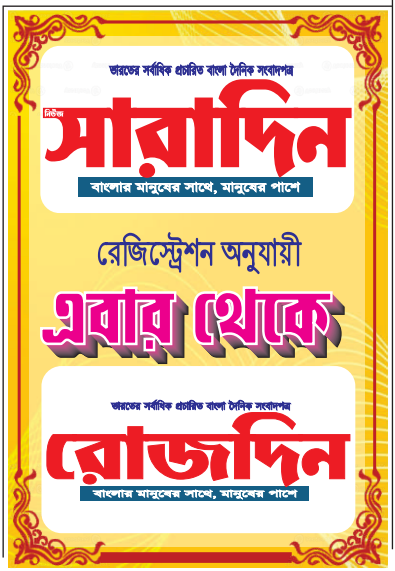

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

সিডনিতে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ১৫ জনকে খুন করা বাবা-ছেলের পাকিস্তানি যোগ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে বন্ডি সমুদ্র সৈকতে নির্বিচারে গুলি চালানোর ঘটনায় ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। সেই মর্মান্তিক ঘটনার পিছনে থাকা জঙ্গিদের শনাক্ত করা হয়েছে। জানা গিয়েছে অভিযুক্তরা বাবা ও ছেলে। সিডনির বন্ডি সমুদ্র সৈকতে হনুক্কা উদযাপনের সময়, ৫০ বছর বয়সী সাজিদ আকরাম এবং তার ২৪ বছর বয়সী ছেলে নাভিদ আকরাম উৎসবে সামিল হওয়া মানুষদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালায়।

পুলিশ আরও বলেছে, বন্ডি সমুদ্র সৈকতে মারাত্মক হামলার পর পুলিশের গুলিতে নিহত ৫০ বছর বয়সী বন্দুকবাজের কাছে শিকারের জন্য বন্দুকের লাইসেন্স ছিল। নিউ সাউথ ওয়েলসের পুলিশ কমিশনার মেল ল্যানিয়ন বলেন, সাজিদ আকরামের কাছে রাজ্য আইন অনুযায়ী, লাইসেন্স থাকায় আগ্নেয়াস্ত্রের রাখার অধিকার ছিল। সিডনির স্থানীয় সময় সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার পর বন্ডি সমুদ্রসৈকতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে যে সিডনির বন্ডি সমুদ্র সৈকতে একটি ইহুদি সমাবেশের কাছে গুলি চালানোর ঘটনা ঘটেছে। জানা গিয়েছে ঘটনার সময় ইহুদিদের 'হানুক্কা' উৎসব উপলক্ষে সৈকতে একটি অনুষ্ঠানে চলছিল। সেখানেও শতাধিক মানুষ উপস্থিত ছিলেন।পুলিশ জানিয়েছে, নাভিদ আকরাম একজন পাকিস্তানি নাগরিক। নিউ সাউথ ওয়েলসের পুলিশ কমিশনার মেল ল্যানিয়ন এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে ৫০ বছর বয়সী জঙ্গি পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে এবং ২৪ বছর বয়সী নাভিদ হাসপাতালে ভর্তি। তারা দুজনই বাবা-ছেলে। নাভিদ আকরাম অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের ড্রাইভিং লাইসেন্সও পেয়েছিলেন। এই হামলায় এখন পর্যন্ত ১৫ জন নিহত এবং ৪০ জন আহত হয়েছেন।

হামলার সঙ্গে জড়িত জঙ্গি সাজিদ আকরাম এবং নাভিদ আকরাম তাদের পরিবারের সদস্যদের জানিয়েছিল যে তারা সিডনিতে দক্ষিণ সমুদ্র তীরে মাছ ধরতে যাচ্ছে। এরপর তারা হামলা চালায়। নাভিদের সম্পর্কে জানতে পেরে, পুলিশ সিডনির পশ্চিমে বোনাইরিং-এ অভিযুক্তদের বাড়িতে যায়। নাভিদের মা ভেরেনা বলেন, তার ছেলে, একজন বেকার রাজমিস্ত্রি, রবিবার সকালে পরিবারের সঙ্গে শেষ কথা বলেছিল। তিনি বলেন যে, নাভিদ সপ্তাহান্তে তার বাবার সঙ্গে জার্ভিস বেতে গিয়েছিল। সাজিদের কাছ থেকে ৬টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। ল্যানিয়ন বলেন , সাজিদের কাছে প্রায় দশ বছর ধরে বন্দুকের লাইসেন্স ছিল। পুলিশ আরও জানিয়েছে, সন্দেহভাজনদের একজনের গাড়িতে একটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) এবং একটি ISIS-এর পতাকা পাওয়া গিয়েছে।

(২ পাতার পর)

রাস মেলা উপলক্ষে মুক্তকণ্ঠ-র সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

সুযোগ্য শিষ্য মানস শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর ছাত্রছাত্রীরা ভারত নাট্যম সহ অন্যান্য নৃত্য পরিবেশন করেন এবং সুর অঞ্জলির শিক্ষক রঞ্জন মণ্ডলের পরিচালনায় ছাত্রছাত্রীরা ভজন, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি ও আধুনিক গান পরিবেশন করেন। উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কৃত্তিকা মণ্ডল, অনন্যা হালদার, সৃজা মণ্ডল, রিমি মণ্ডল প্রমুখ। যন্ত্রানুসঙ্গে ছিলেন চন্দন হালদার, লক্ষ্মণ কয়াল প্রমুখ। এই মঞ্চে সদ্যপ্রয়াত তরুণ তবলা বাদক উত্তম কুমার দাসের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানানো হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বুবাই মণ্ডল ও শিশির পাইক।

১৭ বছর পরে জন্মভূমিতে ফিরছেন খালেদা পুত্র তারেক

বেবি চক্রবর্ত্তী

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি পি নেতা এই মুহূর্তে খুবই অসুস্থ। অন্যদিকে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন একদম দুয়ারে বলা যায়। আর ঠিক সেই পরিস্থিতিতেই খালেদা পুত্র দেশে ফিরছেন - যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সব ঠিক থাকলে ১৪ বছর পরে বড়দিন অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর লন্ডন থেকে ঢাকায় নামবেন তিনি। তাঁর আগমনকে স্মরণীয় করতে এখন আয়োজন তুঙ্গে বিএনপি শিবিরে। আগেই দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত একাধিক কর্তাব্যক্তির কথায় ইঙ্গিত ছিল, ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে তারেক রহমানকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করা হতে পারে। এবার তাঁর আগমনে নির্বাচনী 'খেলা' আরও জমবে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। আগামী ২৫ ডিসেম্বর লন্ডন থেকে বাংলাদেশে ফিরবেন তারেক রহমান।

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগির শুক্রবার রাতে এই খবর নিশ্চিত করেছেন। এই ঘোষণার পর দলের নেতা-কর্মীরা নতুন করে চাঙ্গা হয়েছে। বিএনপির নেতারা জানিয়েছেন, তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে সারা দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ তারেককে স্বাগত জানাতে ঢাকায় জমায়েত করবেন। বিমানবন্দর এলাকা থেকে শুরু করে গুলশান, বনানী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় জনসমাগম ঘটবে।

(৪ পাতার পর)

"বিজেপিতে এমন কেউ জন্মায়নি, যে আমাকে হারাবে " - ফিরহাদ হাকিম

করে তালিকায় তোলানোর চেষ্টা চলছে। সেখানে বিএলও-দের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। তাঁরা নিরাপত্তার দাবি করেছিলেন। সেই পরিস্থিতিতে এনুমারেশন ফর্ম জমা দেওয়ার পরই কমিশন সূত্রে দেখা যায়, কলকাতার ২ টি বিধানসভায় প্রতি ৩ জন ভোটারের মধ্যে ১ জনের নাম বাদ যাচ্ছে। এই দুই বিধানসভা হল চৌরঙ্গি ও জোড়াসাঁকো। এছাড়া, শহরের ৯ টি বিধানসভায় প্রতি ৫ জনের মধ্যে ১ জনের নাম বাদ যেতে চলেছে। যা পর্যবেক্ষকদের মতে, শাসকদলের কাছে মোটেও স্বস্তিদায়ক নয়।

সিনেমার খবর

আমি বিয়ের জন্য উপযুক্ত নই: অক্ষয় খান্না

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা অক্ষয় খান্না তার ব্যক্তিগত জীবন ও চিরকুমার থাকার কারণ নিয়ে মুখ খুলেছেন। অভিনেতার সাম্প্রতিক এই মন্তব্য তার ভক্ত ও অনুরাগী মহলে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে। পুরোনো সাক্ষাৎকারে অক্ষয় খান্না নিজেকে একসময় একজন 'নিরাশাবাদী রোমান্টিক' হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন।

তিনি স্বীকার করেন, একসময় তিনি বিবাহিত জীবনের স্বপ্ন দেখতেন এবং কেমন জীবনসঙ্গী চান, সে বিষয়েও তার সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। সেই সময়ে তার আশা ছিল যে সঠিক মানুষটিকে খুঁজে নিয়ে তিনি একদিন ঠিকই গাঁটছড়া বাঁধবেন। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার সেই ভাবনা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। বর্তমান জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে অক্ষয় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমার মনে হয় না যে আমি বিয়ে করব। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমি বিয়ের জন্য উপযুক্ত নই। আমি সেই ধরনের জীবনের জন্য তৈরি নই।'

তিনি আরও যুক্তি দেন, বিয়ে একটি অত্যন্ত গুরুতর প্রতিশ্রুতি। এর জন্য জীবনযাত্রায় একটি চরম পরিবর্তন আনতে হয়, যা তিনি মেনে নিতে প্রস্তুত নন।

নিজের অবিবাহিত থাকার কারণ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'আমি এখন আরও বেশি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে ভয় পাই। আগে এমন ছিলাম না, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি সম্পর্কের বিষয়ে আরও সতর্ক হয়ে গিয়েছি। এর প্রধান কারণ হলো, আমি একা থাকতে দারুণ উপভোগ করি।'

তবে ব্যক্তিগত জীবনে এমন অনীহা দেখা গেলেও, পেশাগত জীবনে অক্ষয় খান্না বর্তমানে সফলতার তুঙ্গে। সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া তার চলচ্চিত্র 'ধুরন্ধর'-এ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করে তিনি সমালোচক ও দর্শকদের কাছ থেকে দারুণ প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

যে সিনেমা করে ৩০ হাজার বিয়ের প্রস্তাব পেয়েছিলেন হৃতিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা হৃতিক রোশন ২০০০ সালে 'কাহো না পেয়ার হ্যায়' সিনেমাটি মুক্তির পর রাতারাতি জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে যান। প্রথম ছবিতেই তার আকাশছোঁয়া সাফল্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মাত্র এক মাসের মধ্যে তার কাছে প্রায় ৩০ হাজার বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল। সম্প্রতি ভারতীয় একটি জনপ্রিয় টক শো-তে অংশ নিয়ে অভিনেতা নিজেই তার ক্যারিয়ারের শুরুর দিকের সেই উন্মাদনার কথাই শোনালেন।

ভক্তদের ভিড় সামলাতে নাকি বাড়ির পেছনের দরজা ব্যবহার করেছিলেন হৃতিক। জানান, প্রথম সিনেমাটি সুপারহিট হওয়ার পর তার বাড়ির সামনে প্রতিনিয়ত ভক্তদের ভিড় লেগে থাকত। বিশেষ করে তরুণী ও তাদের অভিভাবকরা হৃতিকের সঙ্গে দেখা করার জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকতেন।

জানান, প্রতিদিন সকালে জানালার পর্দা সরালেই হৃতিক দেখতেন বাড়ির প্রধান ফটকে দীর্ঘ লাইন। ভক্তদের এই ভিড় এড়িয়ে নিজের প্রেমিকা সুজান খানের সঙ্গে দেখা করতে হৃতিককে মাঝেমধ্যে বাড়ির পেছনের দরজা ব্যবহার করতেন।

সাফল্য ও ব্যক্তিগত জীবন পর্দায় সুপুরুষ চেহারা, নাচ এবং অভিনয়ের জাদুতে হৃতিক তখন ভারতীয় তরুণ প্রজন্মের কাছে 'গ্রিক গড' হিসেবে পরিচিতি পান। তবে সেই বিপুল জনপ্রিয়তার মাঝেই তিনি তার বাল্যবন্ধু সুজান খানের সঙ্গে প্রণয় বজায় রাখেন। ভক্তদের হৃদয় ভেঙে ২০০০ সালেই অভিনেতা সঞ্জয় খানের কন্যা সুজানকে বিয়ে করেন তিনি। ক্যারিয়ারের শুরুতেই বিয়ের সিদ্ধান্ত নিলেও তার জনপ্রিয়তায় তার কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি।

অক্ষয়-সাইফের সঙ্গে বড় পর্দায় যিশু, নতুন বছরে জমজমাট প্রত্যাবর্তন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ সালে মুক্তি পেতে যাচ্ছে পরিচালক নির্মিত হিন্দি ছবি 'হাইওয়ান', যা মালয়ালম ব্লকবাস্টার 'ওপ্পাম'র অফিসিয়াল রিমেক। এই ছবিতে যিশু অভিনয় করছেন একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে। তাঁর সহ-অভিনেতা হিসেবে রয়েছেন বলিউড সুপারস্টার অক্ষয় কুমার ও সাইফ আলি খান। ছবিটি থ্রিলার-রহস্যে ভরপুর। যিশুর চরিত্রটি কী—এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কিছু জানানো হয়নি।

এর আগে যিশু অক্ষয় কুমারের সঙ্গে 'ভূত বাংলো'-তেও অভিনয় করেছেন। সম্প্রতি তিনি ঐতিহাসিক ছবি 'লহ গৌরাঙ্গের নাম রে'-এ 'নিত্যানন্দ' চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

মূল মালয়ালম ছবিতে মুখ্য চরিত্রে ছিলেন মোহনলাল। হিন্দি রিমেকে ১৭ বছর পর আবার পর্দা ভাগ করছেন অক্ষয় ও সাইফ—যারা এর আগে 'ম্যায় খিলাড়ি তু আনাড়ি', 'ইয়ে দিললগি', 'তাশান'-এর মতো হিট ছবিতে একসঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। শোনা যাচ্ছে, নতুন ছবিতে অক্ষয় খলনায়কের চরিত্রে দেখা যেতে পারে।

ছবির ঘোষণা হয়েছিল ২০২৪ সালে; শুটিং শুরু হয় চলতি বছরের আগস্টে এবং বেশির ভাগ অংশ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। যিশুর শুটিং সম্পন্ন হয়েছে কি না, তা এখনো জানা যায়নি। তবে সব মিলিয়ে ২০২৬ সালেই বলিউডে শক্তিশালী রিটার্ন করতে চলেছেন যিশু সেনগুপ্ত।

মেসি এলেন, আর ভারত পড়ল আন্তর্জাতিক লজ্জায়

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

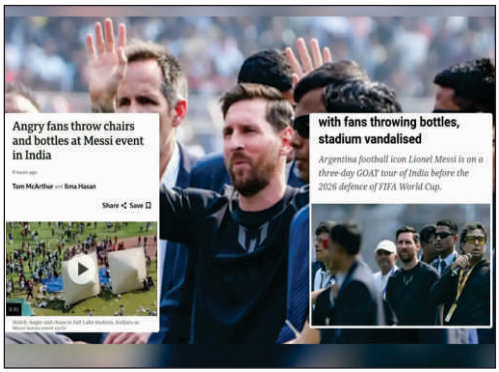

দুই যুগ পর লিওনেল মেসি ভারতে পা রাখলেও সফরের শুরুতেই বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখে পড়েছেন আর্জেন্টিনার এই তারকা ফরোয়ার্ড। জিওএটি ট্যুরে কলকাতায় এসে আয়োজক কমিটির চরম অব্যবস্থাপনার কারণে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারিতে দেখা দেয় হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলা।

মেসিকে কাছ থেকে দেখতে না পেয়ে ক্ষুব্ধ সমর্থকেরা ভাঙচুর চালান। ঘটনার পর আয়োজক কমিটির প্রধানকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পুরো ঘটনায় ক্ষমা চান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।

এই বিশৃঙ্খলার ঘটনা শুধু ভারতেই নয়, আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমেও শিরোনাম হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক টাইমস, ব্রিটেনের গার্ডিয়ান, বিবিসি ছাড়াও স্পেন ও ফ্রান্সের একাধিক সংবাদমাধ্যমে উঠে এসেছে কলকাতার এই লজ্জাজনক চিত্র।

নিউ ইয়র্ক টাইমস তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, অত্যন্ত উদ্বেগজনক পরিস্থিতি ও বিশৃঙ্খলার পর লিওনেল মেসির ভারত সফরের আয়োজক আটক। প্রতিবেদনে যুবভারতীর ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে বলা হয়, এক ঘণ্টার বেশি সময় মাঠে থাকার কথা থাকলেও নিরাপত্তাজনিত কারণে মাত্র কিছু সময়ের মধ্যেই মেসিকে মাঠ ছাড়তে হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ক্ষমা চাওয়া এবং তদন্ত কমিটি গঠনের কথাও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি শিরোনাম করে, লিওনেল মেসির ভারত সফর শুরু হলো বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে। প্রতিবেদনে বলা হয়, কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদদের ঘিরে রাখার কারণে মাত্র ২২ মিনিট মাঠে থাকার পর নিরাপত্তার স্বার্থে মেসিকে বের করে নেওয়া হয়। এরপর তদন্ত কমিটি গঠনের কথা উল্লেখ করে।

স্পেনের ক্রীড়া দৈনিক মার্কা শিরোনাম করে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। তারা লেখে, হাজার হাজার টাকা খরচ করে আসা সমর্থকেরা মেসিকে প্রায় দেখতেই পাননি। ফ্রান্সের লেকিপ এই ঘটনাকে বর্ণনা করেছে বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা হিসেবে, যেখানে দর্শকদের হতাশা চরমে পৌঁছায়।

মেসিকে ঘিরে এই বিশৃঙ্খলা কলকাতা ও ভারতের জন্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন করে সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

দর্শকেরা উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ও বোতল ছোড়েন। বিবিসি আরও জানায়, কেউ কেউ ১২ হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কেটেও মেসিকে এক ঝলক দেখতে পাননি।

দ্য গার্ডিয়ান তাদের প্রতিবেদনে অব্যবস্থাপনাকেই মূল কারণ হিসেবে তুলে ধরে জানায়, দর্শকেরা আয়োজকদের ব্যর্থতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। আয়োজক গ্রেপ্তার এবং তদন্ত কমিটি গঠনের বিষয়টিও তারা উল্লেখ করে।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে উড়িয়ে এগিয়ে গেল ভারত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দারুণ বোলিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে উড়িয়ে দিয়ে পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে আবার এগিয়ে গেল ভারত। তৃতীয় ম্যাচে ৭ উইকেটের দাপুটে জয় তুলে নিল সুরিয়াকুমার যাদাভের দলটি।

ধারামসালায় রবিবার ম্যাচের চতুর্থ বলেই প্রোটিয়া শিবিরে প্রথম আঘাত হানেন বাঁহাতি পেসার আর্শদিপ সিং। শুরু থেকেই সুইং বোলিংয়ে চাপে রাখেন তিনি। পুরো ইনিংসজুড়ে ভারতের বোলারদের নিয়ন্ত্রিত আক্রমণে দক্ষিণ আফ্রিকা শেষ বলে অলআউট হয়ে যায় মাত্র ১১৭ রানে।দলের হয়ে একাই লড়াই করেন অধিনায়ক এইডেন মার্করাম। ৬টি চার ও ২টি ছক্কায় ৪৬ বলে ৬১ রান করেন তিনি। দুই অঙ্কে যেতে পারেন কেবল ডনোভান ফেরেইরা (২০) ও আনরিখ নরকিয়া (১২)।

জাসপ্রিত বুমরাহ ও আকসার প্যাটেল না থাকলেও ভারতের বোলিং আক্রমণে কোনো ঘাটতি দেখা যায়নি। ছয়জন বোলারই উইকেটের দেখা পান। চার ওভারে মাত্র ১৩ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরার পুরস্কার জেতেন আর্শদিপ সিং। স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী ৪ ওভারে ১১ রানে নেন ২ উইকেট। হার্শিত রানা ও কুলদীপ যাদাভও শিকার ধরেন দুটি করে।

জবাবে ছোট লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে ভারতের টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানদের দৃঢ়তায় কোনো বিপদে পড়তে হয়নি। ২৫ বল হাতে রেখেই জয় নিশ্চিত করে তারা।

অভিষেক শর্মা করেন ৩৫ রান, শুভমান গিল ২৮, তিলক ভার্মা অপরাজিত থাকেন ২৬ রানে। এই জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচের সিরিজের প্রথম তিনটি ম্যাচ শেষে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে গেল ভারত।

২০৯৮ পর্যন্ত বিশ্বকাপজয়ী দেশের তালিকা দিল গ্রোক এআই

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

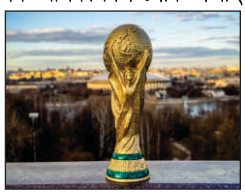

ফিফা বিশ্বকাপ নিয়ে নজিরবিহীন এক দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা 'গ্রোক এআই'। ২০২৬ থেকে ২০৯৮ সাল পর্যন্ত মোট ১৭টি বিশ্বকাপে কোন দেশ চ্যাম্পিয়ন হবে এমনই বিস্ময়কর ভবিষ্যৎ তালিকা প্রকাশ করেছে এআইটি। অ্যালগরিদমভিত্তিক এই পূর্বাভাসে রয়েছে ধারাবাহিক চমক ও ইতিহাস বদলে দেওয়ার ইঙ্গিত।

গ্রোক এআইয়ের বিশ্লেষণে দেখা গেছে ২০২৬ বিশ্বকাপে শিরোপা জিতবে স্পেন, যারা ফাইনালে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনাকে ২-১ গোলে হারাবে। এরপর ২০৩০ সালে হেক্সা শিরোপা পাবে ব্রাজিল, ফাইনালে ৩-১ গোলে হারাবে ফ্রান্সকে ১৯৯৮ সালের ঘুরে দাঁড়ানো প্রতিশোধ হিসেবে দেখানো হয়েছে ম্যাচটিকে।

২০৩৪ সালে ফ্রান্স, ২০৩৮ সালে ইংল্যান্ড শিরোপা জয় করবে। ২০৪২ সালে আসে সবচেয়ে বড় চমক গ্রোক এআই বলছে, প্রথম আফ্রিকান দেশ হিসেবে নাইজেরিয়া বিশ্বকাপ জিতবে, ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে।

এরপর ২০৪৬ সালে শিরোপা স্পেনকে হারিয়ে জার্মানির ঘরে যাবে। ২০৫০ সালে আবার চ্যাম্পিয়ন হবে আর্জেন্টিনা, ২৮ বছরের শিরোপা খরা দূর করে। গ্রোক রসিকতা করে বলেছে—এই ফাইনালে গ্যালারিতে নাকি দেখা যাবে ৬৩ বছরের মেসি ও ৬৫ বছরের রোনালদোকে!

২০৫৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র, ২০৫৮ সালে ইতিহাস গড়ে জাপান, ২০৬৬ সালে প্রথম আরব চ্যাম্পিয়ন হিসেবে মরক্কো, ২০৭৪ সালে অস্ট্রেলিয়া, এবং ২০৮২ সালে সেনেগাল শিরোপা ঘরে তুলবে বলে জানায় এআইটি।

শেষের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোও বেশ নাটকীয়— ২০৯০ সালে চ্যাম্পিয়ন মেক্সিকো, ২০৯৪ সালে ফাইনালে ব্রাজিলকে পেনাল্টিতে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন ভারত, আর ২০৯৮ সালে আবার শিরোপা জার্মানির হাতে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR